



326070 - ভূমকিম্প কথিবা আগুন সংঘটিতি হলো নামায় ছড়ে দেয়ার হুকুম এবং কটে যদি নামায় অব্যহাত  
রখে মারা যায় তার হুকুম কি?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি নামায় আদায়কালে কোন দুর্ঘটনা ঘটছে; সে ব্যক্তি নামায়ের জন্য নিজের জীবন দিয়েছে কিন্তু নামায় ছড়ে দেয়নি  
তার হুকুম কি? উদাহরণতঃ মসজিদে নামায় চলাকালে ভূমকিম্প শুরু হল। লোকেরা পালিয়ে গলে। কিছু মানুষ থেকে গলে। ইমাম  
সাহেব নামায় ছাড়েননি। মসজিদে ছাদ তাদের উপর ধ্বংসে পড়ে তারা মারা গলে। ভূমকিম্পের দুর্ঘটনাকালে যারা নামায় না  
ছাড়ার কারণে মারা গলেন তারা কিশীদ হবেন; নাকি আত্মহত্যাকারী হবেন?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যে ব্যক্তি নিজের জীবন নাশ হওয়া কথিবা নিরাপদ কোন জীবন নাশ হওয়ার আশাংকা করছে; যে জীবনকে বাঁচানো তার পক্ষে  
সম্ভবপর; তার জন্য নামায় অব্যহাত রাখা নাজায়যে। নামায় অব্যহাত রাখার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবেন। যদি নিজের  
মারা যান কথিবা আহত হন তাহলে তিনি নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপকারী হবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি নামায় আদায়কালে ভূমকিম্প বা অগ্নিকাণ্ডের মত কোন দুর্ঘটনা শুরু হয়েছে এবং সে ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয়  
যে, এ দুর্ঘটনাত সে আক্রান্ত হবে, যদি সে নামায়ের স্থান থেকে সরিয়ে যায় তাহলে বঁচে যাবে সেক্ষেত্রে পালিয়ে যাওয়া  
এবং বাঁচার চেষ্টা করা তার উপর আবশ্যিক। বের হয়ে সে দুর্ঘটনার অবস্থাভেদে তার অবশিষ্ট নামায় পূর্ণ করবে কথিবা  
নামায় ছড়ে দাবে। তার যদি ধারণা হয় যে, নামায়ের স্থানে থাকলে তার মৃত্যু হবে সেক্ষেত্রে তার জন্য সেখানে অবস্থান করা  
জায়যে হবে না। যদি থেকে যায় তাহলে সে যেন নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপে করল। তদ্রূপ অন্য কাউকে মৃত্যু থেকে  
বাঁচানোর জন্য নামায় দয়াও তার উপর আবশ্যিক; যমেন পানতি ডুবে যাওয়া থেকে, আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে কথিবা কূপে পড়ে  
যাওয়া থেকে।

এ বিষয়ের মূল দলিল হল আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা নিজদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপে করো না। আর ভাল কাজ কর;  
যারা ভাল কাজ করে আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯২] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লামের বাণী: “নজি ক্শতগিরসত হওয়া কথিবা অন্যকে ক্শতগিরস্থ করা নয়”। [মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ



(২৩৪১) এবং আলবানী হাদিসটিকে ‘সহিহ ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে সহিহ বলছেন]

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে (১/৩৮০) বলেন: “যে কাফরেরে জান নরিপদ— যিম্মী হওয়ার কারণে, কথিবা চুক্তবিদ্ধ হওয়ার কারণে কথিবা নরিপত্তা দয়ের কারণে তাকে কূপ ও এ জাতীয় অন্য কছিত পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা আবশ্যিক। যমেন কোন সাপ যদি তার উপর আক্রমণ করে। যমেনভিবে কোন মুসলমিকে এসব থেকে রক্ষা করা আবশ্যিক। যহেতে উভয় প্ৰাণই মাসুম (নরিপত্তাপ্ৰাপ্ত)।

পানতি ডুবে যাচ্ছে কথিবা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এমন ব্যক্তিকে রক্ষা করা আবশ্যিক। এর জন্য নামায় ছড়ে দতি হব; সটো ফরয নামায় হোক কথিবা নফল নামায় হোক। এর প্ৰত্যক্ষ মরম হল: এমনকি যদি ওয়াক্ত একবোর সংকীরণ হয়ে যায় তবুও। যহেতে কাযা পালন করার মাধ্যমে নামায়ের প্ৰতিকার করার সুযোগ আছে। কনিতু পানতি পড়ে যাওয়া ব্যক্তি কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন দুঘর্টনার শকার ব্যক্তির ক্ষতেরে সে সুযোগ নই। যদি পানতি পড়া ব্যক্তি বা এ জাতীয় অন্য দুঘর্টনার শকার ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য নামায় ছড়ে না দেয় তাহলে সে গুনাহগার হব। তবে তার নামায় সহিহ হব; যমেনভিবে রশেমেরে পাগড়ী পরে নামায় পড়লেও নামায় শুদ্ধ হয়।”[সমাপ্ত]

ইবনে রজব হাম্বলি (রহঃ) বলেন: “যদি কটে তার কাপড় নিয়ে যায় তাহলে সে নামায় ছড়ে দিয়ে চোরেরে পছি নবি। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর কতিবে মা’মার থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি হাসান ও কাতাদা থেকে বর্ণনা করছেন যে: এক ব্যক্তি নামায় পড়ছিল। এর মধ্যে সে তার পশুটি ছুটে চলে যাওয়ার আশংকা করল কথিবা কোন হিংস্র জানোয়ার তার উপর আক্রমণ করার আশংকা করল? তারা উভয়ে বলেন: সে নামায় ছড়ে দবি।

মা’মার থেকে বর্ণতি আছে, তিনি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন: জনকৈ লোক নামায় পড়ছে। এর মধ্যে সে দেখতে পলে যে, একটা বাচ্চা কূপরে ধারে। আশংকা হছে বাচ্চাটা কূপরে মধ্যে পড়ে যাবে। সে কনামায় ছড়ে দবি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম: কটে দেখল যে, চোর তার জুতাজোড়া নিয়ে যাচ্ছে? তিনি বললেন: নামায় ছড়ে দবি।

সুফিয়ানেরে মাযহাব হছে: কোন ব্যক্তি নামায়ে থাকাবস্থায় যদি বিপিজনক কছির সম্মুখীন হন তাহলে তিনি নামায় ছড়ে দবিনে। এটি মুআফি তাঁর থেকে বর্ণনা করছেন।

অনুরূপ বখান প্ৰযোজ্য হব যদি কটে নজিরে পশুপাল বা আরোহণেরে পশু পানরি ঢলরে শকার হওয়ার আশংকা করেন।

ইমাম মালকেরে মাযহাব হছে: যে ব্যক্তি নামায়েরত অবস্থায় তার আরোহণেরে পশু ছুটে গেছে; যদি তার কাছাকাছি হয় সামনেরে দকি হোক, ডানে হোক বা বামে হোক সে তার দকি হটে যাবে। আর যদি দূরে হয় তাহলে নামায় ছড়ে দিয়ে পশুর সন্ধান করবে।

আমাদেরে মাযহাবেরে আলমেদেরে অভিমত হছে: যদি কোন লোককে ডুবে যতে দেখে কথিবা পুড়ে যতে দেখে কথিবা দুই বালককে



মারামারিকরত দেখে ইত্যাদি এবং তার এ অনশ্টি দূর করার সক্ষমতা থাকে তাহলে সে নামায ছড়ে দবিবে এবং এ অনশ্টি দূর করবে।

কোন কোন আলমে এটাকে নফল নামাযের সাথে বশিষ্টি করছেন। সর্বাধিক সঠিক অভিমত হচ্ছ: এটি নিবিশিষে ফরয নামায ও অন্যান্য নামাযের ক্ষত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম আহমাদ বলেন: যে ব্যক্তি তার ঋণপ্রাপ্য ব্যক্তিকে অনুসরণ করনে, তারা উভয়ে নামায শুরু করল, একটু পরে সে ব্যক্তি নামাযে থাকাবস্থায় ঋণী লোকটি পালিয়ে যতে লাগল: তখন ঋণী লোকটিকে ধরার জন্য তিনি নামায থেকে বরিয়ে যাবনে।

ইমাম আহমাদ আরও বলেন: যদি কেউ কোন বাচ্চাকে কূপে পড়ে যতে দেখে তখন নামায ছড়ে দিয়ে বাচ্চটিকে বাঁচাবে।

আমাদের কোন কোন আলমে বলছেন: যদি বাচ্চটিকে বাঁচাতে গিয়ে আমলে কাছরি (অনকে কাজ) করত হয় তাহলে সক্ষেত্রে নামায কর্তন করবে। আর যদি অল্পতে বাঁচানো যায় তাহলে এতে করে তার নামায বাতলি হবে না।

আবু বকর একই ধরণে কথা ঋণপ্রাপ্য ব্যক্তির অনুসরণে যে ব্যক্তি বরিয়েছে তার ব্যাপারে বলছেন যে, সে ব্যক্তি ফরিয়ে এসে অবশিষ্টি নামায পূরণ করবে। কাযী এ অভিমতকে এ অর্থতে ব্যাখ্যা করছেন যে, যদি সটো অল্প কর্ম হয়।

এমন একটা ব্যাখ্যাও করা যতে পারে যে: সে তার সম্পদের ব্যাপারে আশংকতি। তাই তার সে কর্ম অধিক হলও সটো মার্জনীয়।”[ইবনে রজব এর রচতি ‘ফাতহুল বারী’ (৯/৩৩৬-৩৩৭) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা: যে ব্যক্তি নিজের জীবন নাশ হওয়া কথিবা নিরাপদ কোন জীবন নাশ হওয়ার আশংকা করছ; যে জীবনকে বাঁচানো তার পক্ষে সম্ভবপর; তার জন্য নামায অব্যাহত রাখা নাজায়যে। নামায অব্যাহত রাখার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবনে। যদি নিজি মারা যান কথিবা আহত হন তাহলে তিনি নিজিকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপকারী হবনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।